182. Md. 904. 2.

স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী।

প্রথম ভাগ।

THE RAMKRISHNA MISSION

১লা মাঘ, ১৩১১ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

IMPERIAL
22 JUL 18

৭ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার কলিকাতা
"কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কসে"
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে ভুঁইয়া দ্বারা মুদ্রিত
ও ১৪ নং, রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলিয়াটোলা,
কলিকাতা, উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত।

NATIONAL LIBRARY
Imp 4175
DATE 15.9.09
CALCUTTA

RARE BOOK

183/5 814

182/116
18/2.05

স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী।

প্রথম ভাগ।

BENGAL LIBRARY
22 FEB 1905

(১)

(আমেরিকা যাত্রার কিছু পূর্ব্বে জনৈক শোকার্ত্ত মান্দ্রাজী শিষ্যকে লিখিত।)
ইংরাজীর অনুবাদ।

১৮৯৩।

প্রিয় বা—

"আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়, প্রভুর নাম ধন্য হউক," যখন সেই প্রাচীন ইহুদীবংশসম্ভূত মহাত্মা, মনুষ্যের অদৃষ্টচক্রে যতদূর দুঃখ কষ্ট আসিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া উপরোক্ত বাণী নির্গত হইয়াছিল আর তিনি মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার এই বাণীর মধ্যেই জীবনের গূঢ় রহস্য নিহিত। সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গমালা নৃত্য করিতে পারে, প্রবল ঝটিকা গর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ বিরাজমান।

"শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ, তাহারা সান্ত্বনা পাইবে;" কারণ, ঐ মহাবিপদের দিনে, যখন পিতা মাতার কাতর ক্রন্দনে উদাসীন করাল কালের পেষণে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, যখন দুঃখ ও নিরাশার গভীর ভারে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। যখন দুঃখ বিপদ্ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যায় আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।

যখন জীবনভার এত দুর্ব্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই, প্রতিভাবান, ধীরহৃদয় ব্যক্তি সেই অনন্ত, পূর্ণ, নিত্যানন্দময় সত্তামাত্রস্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত। তখনই, যে শৃঙ্খল তাহাকে এই দুঃখময় কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সেই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া শেষে সেই প্রভুর সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হয়, "যেখানে অত্যাচারীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না, যেখানে পরিশ্রান্তব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করে।"

ভ্রাতঃ, দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"।

"কেন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার।
কায কর, করে মর— এই হয় সার॥"

হে প্রভু! তোমার নাম, তোমার পবিত্র নাম ধন্য হউক এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

হে প্রভু! আমরা জানি যে, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অধীনে চলিতে হইবে—জানি প্রভু, জননীর হস্ত আমাদিগকে প্রহার করিতেছে, কিন্তু, "অন্তরাত্মা ইচ্ছুক বটে, হৃদয় যে দুর্ব্বল।"

হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি তোমার উপর নির্ভর করিয়া সব ভাবনা ভুলিতে শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালায় তাহা করিতে দিতেছে না।

হে প্রভু! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয় স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস প্রভু, এস হে আচার্য্য-চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভু, এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যেন প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও নির্ভরের সহিত বলিতে পারি, ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। প্রভু আপনার হৃদয়ে শান্তি দিন, ইহাই দিবারাত্রি বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

ইতি বিবেকানন্দ।

—

(২)

(আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে এক্ষণে শোলাপুরপ্রবাসিনী
জনৈক বাঙ্গালী শিষ্যাকে লিখিত।)

বম্বে; ২৪ মে, ১৮৯৩।

কল্যাণবরেষু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজির পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্ব্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে যাইতে পারি না, কারণ, ৩১ তারিখে এখান হইতে এমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এমেরিকা ও ইউ-রোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমা-দের দর্শন করিব। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকা মাত্র। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনবাক্যেতেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনবাক্যেতে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি * * দাসী কেন লিখিয়াছ? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও দেবী লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস। অতএব আপনাপন

গোত্র নাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা,—অমুক মিত্র ইত্যাদি। আর কি লিখিব মা, সর্ব্বদা জানিবে যে, আমি নিরন্তর তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। এমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্য্যবিবরণপূর্ণ পত্র আমি মধ্যে মধ্যে তোমায় লিখিব। এক্ষণে আমি বম্বেতে আছি। ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত থাকিব। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। কিমধিকমিতি

আশীর্ব্বাদক বিবেকানন্দ।

---

(৩)

(আমেরিকার পথে—ইংরাজীর অনুবাদ।)

ইয়োকোহামা।

১০ই জুলাই, ১৮৯৩।

প্রিয় আ—, বা—, জি জি ও অন্যান্য মান্দ্রাজী বন্ধুগণ,—

আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্ব্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তাহা করি নাই, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ, আমার ত কখন নানা জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হইতেছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট!

বোম্বাই ছাড়িয়া এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছিলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে রহিল। এই সুযোগে আমি

নামিয়া সহর দেখিতে গেলাম। গাড়ী করিয়া কলম্বোর রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেখানকার মধ্যে কেবল বুদ্ধ ভগবানের মন্দিরটীর কথা আমার স্মরণ আছে; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মহানির্ব্বাণ মূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় অবস্থিত আছে। আমি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না বলিয়া আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। এখান হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যে অবস্থিত কাণ্ডি সহর সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার তথায় যাইবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই মৎস্যমাংসভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মান্দ্রাজীদেরই মত। তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা; তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগিল; উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। উহা খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু অন্যান্য সুনির্ম্মিত নগরীর ন্যায় খুব পরিষ্কার ঝরিষ্কার। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে ইহারা বণিককুলের ভীতির কারণ বিখ্যাত জলদস্যু ছিল। কিন্তু এখনকার অভেদ্য দুর্গপ্রায় যুদ্ধ-পোতের কুম্ভীরাস্থকারী কামানের চোটে মালয়বাসিগণকে অপেক্ষাকৃত কম হাঙ্গামার কায করিতে বাধ্য করিয়াছে।

পিনাং হইতে সিঙ্গাপুর চলিলাম। পথে দূর হইতে

উচ্চশৈলসমন্বিত সুমাত্রা দেখিতে পাইলাম; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালের জলদস্যুগণের কয়েকটী আড্ডা দেখাইতে লাগিলেন। সিঙ্গাপুর প্রণালী উপনিবেশের রাজধানী। এখানে একটী সুন্দর উদ্ভিদুদ্যান আছে, তথায় অনেকজাতীয় পাম (Palm) সংগৃহীত আছে। ভ্রমণকারীর পাম নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্য্যাপ্ত জন্মায়, আর "রুটিফল" (Bread-fruit) বৃক্ষ ত এখানে সর্ব্বত্র। মান্দ্রাজে যেমন আম অপর্য্যাপ্ত, বিখ্যাত ম্যাঙ্গোষ্টিনও এখানে তদ্রূপ অপর্য্যাপ্ত; তবে আম্রের মত আর জিনিষ কি! এখানকার লোকে মান্দ্রাজী লোকের অর্দ্ধেক কালও হবে না; তবে কাছাকাছি বটে। এখানে একটী সুন্দর চিত্রশালিকাও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পট্য অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় বিরাজমান, ইহাই এখানকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্ত্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক লোক নামিয়া এইরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, যেখানে সুরা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে। থাক্ সে কথা।

তার পর হংকং। যদিও সিঙ্গাপুর, মালয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী, তথাপি ঐ স্থানে আসিলে যেন মনে হয়, চীনে আসিয়াছি। চীনের ভাব এখান হইতেই এত অধিক! সকল কার্য্য, সকল ব্যবসা বাণিজ্য বোধ হয় তাহাদেরই হাতে। আর হংকংই আসল চীন; যাই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে। এই নৌকাগুলি একটু নুতন রকমের—প্রত্যেকটীতে ২টী করিয়া হাল্। মাঝিরা সপরিবারে

নৌকায় বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রীই হালে বসিয়া থাকে, একটী হাল দুই হাত দিয়া ও অপর হাল এক পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায়, তাহার একটী কচি ছেলে পিঠে এক প্রকার নূতন রকমের থলিতে বাঁধা থাকে, যাহাতে সে হাত পা অনায়াসে খেলাইতে পারে। এ এক দেখ্‌তে বড় মজা! এদিকে চীনে খোকা মায়ের পিঠে বেশ শান্তভাবে নড়্‌ছে চড়্‌ছে; ওদিকে মা কখন তার যত শক্তি সব প্রয়োগ করে, নৌকা চালাচ্ছেন, কখন ভারী ভারী বোঝা ঠেল্‌ছেন অথবা অত্যদ্ভুত তৎপরতার সহিত এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছেন। আর এত নৌকা ও ষ্টিম লঞ্চের ভিড়, আর চীনে খোকার প্রতিমুহূর্ত্তে মাথাটী একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোকার সে দিকে খেয়াল নাই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্ম্মজীবনের কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু এক খানা পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার আলোচনা করেই সন্তুষ্ট।

চীনে খোকা একটী রীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কার্য্য করিতে যায়। সে বিশেষ রূপেই অভাবের দর্শন শিখিয়াছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতাসোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দরিদ্রের অতি দারিদ্র্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদুর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।

হংকং অতি সুন্দর সহর। উহা পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্ম্মিত; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে; উহা সহর অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে খাড়াভাবে ট্রাম গিয়াছে। উহা বাষ্পীয় বলে চলে আর গাড়ীগুলি তারের দড়ি দ্বারা সংযুক্ত।

আমরা হংকঙে তিন দিন রহিলাম। তথা হইতে ক্যাণ্টন দেখিতে গিয়াছিলাম; হংকং হইতে একটী নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে ৮০ মাইল যাইলে ক্যাণ্টনে যাওয়া যায়। নদীটী এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যাণ্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বৈকালে একটী জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পঁহুছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলে দিয়েছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রয়েছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলি দুতালা তেতলা বাড়ীস্বরূপ—চারিদিকে বারাণ্ডা রয়েছে—মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে কিন্তু সব জলে ভাসছে!!

আমরা যেখানে নাব্‌লাম, সেই জায়গাটুকু চীন গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মনুষ্য বাস করিতেছে, জীবনসংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে।

মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্ম্মপ্রবণতা যতই হউক, আমি ইহার মত ময়লা সহর দেখি নাই। তবে ভারত-বর্ষের কোন সহরকে যে হিসাবে আবর্জ্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসাবে বলিতেছি না—চীনেরা ত একবিন্দু ধূলি পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট হইতে দেয় না—সে হিসাবে নয়, চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই আমি বল্‌ছি—তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন স্নান কর্‌বে না। প্রত্যেক বাড়ীখানি এক একখানি দোকান—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সরু যে, রাস্তা দিয়ে চল্‌তে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চল্‌তে না চল্‌তে মাংসের দোকান দেখ্‌তে পাবে; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর বিড়ালের মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গরীবেরাই কুকুর বিড়াল খায়!

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দ্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখন দেখ্‌তে পায় না, চীন মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সাম্‌নে বেরোয়। ইহাদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটী স্ত্রীলোকের পা তোমা-দের ছোট ছেলের পায়ের চেয়ে ছোট; তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ থপ কোরে চলেছে।

আমি কতকগুলি চীন মন্দির দেখিতে গেলাম। ক্যাণ্ট-নের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটী আছে, তাহা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট্ এবং সর্ব্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের

স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্ত্তি; তাঁহার নীচেই সম্রাট্ বসিয়াছেন—আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্ত্তি—সব মূর্ত্তিগুলিই কাষ্ঠ হইতে সুন্দর রূপে খোদিত।

ক্যাণ্টন হইতে আমি হংকঙে ফিরিলাম। তথা হইতে জাপানে গেলাম।

নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগ্‌লো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ হইতে নামিয়া সহরের মধ্যে গাড়ী করিয়া বেড়াইলাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহার অন্যতম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি সব চওড়া, সিধা ও বরাবর সমান ভাবে বাঁধানো।

ইহাদের খাঁচার মত ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলি, প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু বৃক্ষে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলি, বেঁটে সুন্দরকায় অদ্ভুত-বেশধারী জাপগণ—তাদের প্রত্যেক চালচলন, ভাবভঙ্গী সবই সুন্দর। জাপান "সৌন্দর্য্য"ভূমি। প্রত্যেক বাড়ীর পশ্চাতেই এক একখানি বাগান আছে—জাপানী ফ্যাশনে সুন্দর ভাবে প্রস্তুত। ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয়, ছোট ছোট পাথরের সাঁকো, এই সমুদয় দিয়া তাহার বাগানখানি উত্তম-রূপে সজ্জিত।

নাগাসাকি হইতে কোবিতে গেলাম।

কোবি গিয়া জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়োকো-হামায় আসিলাম—জাপানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ দেখিবার

জন্য। আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটী বড় বড় সহর দেখিয়াছি। ওসাকা—এখানে নানাশিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিয়ো—বর্ত্তমান রাজধানী; টোকিয়ো কলিকাতার প্রায় দ্বিগুণ বড় হইবে। লোকসংখ্যা প্রায় কলিকাতার দ্বিগুণ।

বৈদেশিককে ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না।

দেখিয়া বোধ হয়, জাপানীরা বর্ত্তমান কালে কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। উহাদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। উহাদের যে কামান আছে, তাহা উহাদেরই একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করিয়াছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি কচ্চে। আমি একজন জাপানী স্থপতিনির্ম্মিত এক মাইল লম্বা একটী সুড়ঙ্গ (Tunnel) দেখিয়াছি।

ইহাদের দেশলাইএর কারখানা এক দেখ্‌বার জিনিষ। ইহাদের যে কোন জিনিষের অভাব, তাই নিজের দেশে কর্‌বার চেষ্টা কচ্চে। জাপানীদের—নিজেদের একটী ষ্টীমার লাইন আছে—চীন ও জাপানের মধ্যে ইহাদের জাহাজ যাতায়াত করে। আর ইহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাইবে, মতলব করিতেছে।

আমি ইহাদের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতগণের অল্প লোকেই সংস্কৃত

বুঝে। কিন্তু ইহারা বেশ বুদ্ধিমান্। বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্রই যে একটা উন্নতির জন্য প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্চে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ কোরে বল্‌তে পারি না। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

আর তোমরা কি কোচ্চো? সারা জীবন কেবল বাজে বোক্‌চো। এস, এদের দেখে যাও, তার পর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার কোরে শক্তিক্ষয় কোর্‌ছো! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হোয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি! আর তোমরা এখন কোর্‌ছোই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধারে পাইচারি কোর্‌ছো! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদ-হজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্চো আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব কোরছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে পাশে এক

পাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও কোরে উচ্চ চীৎকার তুলেছে !!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারে না ?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর কোরে দাও। কারণ, এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন ভাল কথা শুন্‌বে না—তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম ; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সবজাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে ! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো ? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো ? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়োনা—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক ; পেছনে চেয়োনা, সাম্‌নে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়নরহিত সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন আর মান্দ্রাজের লোকই ইংরাজদের ভারতে বস্‌বার প্রথম সহায় হন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আন্‌বার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মান্দ্রাজ এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত ?—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কর্‌বে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ কর্‌বার জন্য আমরণ চেষ্টা কর্‌বে ?

* * আমাকে কুককোম্পানি, চিকাগো, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবে।

তোমাদের—ইত্যাদি

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কায করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বি—

---

(৪)

(বিখ্যাত চিকাগোবক্তৃতার ৩ মাস পূর্ব্বে মান্দ্রাজীশিষ্যগণকে লিখিত।)

ইংরাজির অনুবাদ।

ব্রিজি মেডোজ, মেটকাফ, মাসাচুসেট্‌স।

২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩।

প্রিয় আ—

কাল তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বোধ হয় এত দিনে জাপান হইতে আমার পত্র পাইয়াছ। জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে (১) পঁহুছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোন রূপে বঙ্কুবরে পঁহুছিয়া তথা হইতে কানাডা দিয়া চিকাগোয় পঁহুছিলাম। তথায় আন্দাজ বার দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম।

---

(১) কানাডার নিকট প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে একটা দ্বীপ। এখানে বঙ্কুবর নামে এক নগর আছে। তথা হইতে কানাডা প্যাসিফিক রেল আরম্ভ হইয়াছে।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব। বরদা রাও যে মহিলাটীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী চিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে এক তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থসাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এ বৎসর এখানে বড় দুর্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং আমি চিকাগোয় অধিক দিন রহিলাম না। চিকাগো হইতে আমি বোষ্টনে আসিলাম। লালুভাই বোষ্টন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মত টাকা খরচ করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিষের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, অপর জাতি যেন কোন মতে এদেশে ঘেঁসিতে না পারে। সাধারণ কুলিতে গড়ে প্রতিদিন ৯।১০ টাকা করিয়া রোজগার করে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে সব সোনার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ

লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

আমি এক্ষণে বোষ্টনের একগ্রামে এক বৃদ্ধা রমণীর অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইহার সহিত রেলগাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, আমার প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন !!! এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রুপ, এই গুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস ! জানিবে, কোন বড় কার্যই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই। আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজি আমাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে লিখিতেছেন, প্রকৃত হিন্দু সাধককে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে, সন্দেহ নাই, তবে আমি এখন বুড়া হইয়াছি। এসোটেরিক বৌদ্ধগণ আমাকে আর ঠকাইতে পারিতেছে না।

এই দেশ খৃষ্টিয়ানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতের কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয়ও করি না। আমি এখানে মেরিতনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি ; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটী জিনিষ দেখিতে পাইতেছি, ইহারা আমার হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গালীলিয়

মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ কথা ইহারা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। এখন আমার কার্য্য এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে। এখানে এইরূপেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। অর্থ-সাহায্য পাইতে হইলে অপেক্ষা করিতে হইবে। শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে, আবার এখনকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব। এই গরীব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে।

কাল রমণী কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস জনসন মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন। (এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার)। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অত্যদ্ভুত জিনিষ। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! তোমার দেখিলে বিশ্বাস হইবে। ইহা দেখিয়া তার পর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন

বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্ম্মের নাশেই সমাজের উন্নতি হইবে। শুন, সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দু ধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন, তোমাদিগকে গরিবের জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে। কিন্তু তোমাদের পুরোহিতগণ, ভগবান্ ভ্রান্তমত প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। সত্য বটে, কিন্তু অসুর আমরা; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা নহে। আর যেমন ইহুদীরা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করিয়া আজ সমগ্র জগতে গৃহশূন্য ভিক্ষুক হইয়া সকলের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ তোমরাও, যে কোন জাতি ইচ্ছা করিতেছে, তাহাদেরই ক্রীতদাস হইতেছ। অত্যাচারিগণ, তোমরা কি জাননা, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিষেরই এপিট ওপিট? দুইই এক কথা

বা—ও জি—র স্মরণ থাকিতে পারে, আমাদের এক পণ্ডিতের সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। তাহার সেই বিকট ভঙ্গী চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ইহাদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ আর সমুদয় জগৎ এই ত্রিশ কোটি লোককে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তারা দেখে, এরা যেন কীটতুল্য, ভারতের মনোরম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে এবং এ উহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মের মহান্ উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুতহৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ নর নারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্মও এরূপ করে না। ভগবান্ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' (১) নামক মত দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।

(১) পারমার্থিক ও ব্যবহারিক,—যখন লোককে বলা যায়, তোমাদের

RARE BOOK

নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন, 'কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কাযের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে এক্রূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে; জুয়াচোর বদমাস বলিয়াছে (মান্দ্রাজের অনেকে এখনও আমাকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে)। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি, তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটুও কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, আমার তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা বালক, অতি বালক, যদিও সমাজে তাহারা মহাগণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না। তাহাদের নিয়মিত কার্য্য কেবল আহার পান, অর্থোপার্জ্জন ও বংশবৃদ্ধি। এ সবগুলি যেন ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় নিয়মিত রূপে তাহারা করিয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত আর তাহারা কিছু জানে না। বেশ সুখী তারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। তাহারা

শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া শাস্ত্রের উপদেশ, অতএব কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়, লোকে তখন এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক্, অতএব এখন আমরা অপরকে ঘৃণা না করিব কেন?

মানুষের সম্বন্ধে যে সব সুখকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা আর কখন দুঃখ, দরিদ্রতা, পাপের ক্রন্দনে (শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে যাহাতে ভারত-গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে) বিচলিত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা রমণীকে সন্তান উৎপাদন করিবার দাসী স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে, এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আছেন, যাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহারা মনে করেন, ইহার প্রতীকার আছে, আর যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ইহার প্রতীকারে প্রস্তুত আছেন। ইহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, এই সকল মহাপুরুষের ঐ বিয়োদগীরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই?

গণ্য মান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না; ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথা-কথিত অনেক ধনী ও বড় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্দ্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে উপস্থিত হইয়াছি। আর যদি আমার

স্বদেশে লোকে আমায় জুয়াচোর ভাবিয়া থাকে, তবে যখন আমেরিকানরা এক বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিবে, তাহারা কিনা ভাবিবে? কিন্তু ভগবান্ অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এইদেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর, বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন, সেই দিন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমাদের সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ এক দিনের কায নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত যুগ সঞ্চিত পর্ব্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি।

তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র প্রবন্ধ সমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—এক জন পড়িবে, আব এক জন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

এই গ্রাম হইতে কাল আমি বোষ্টনে যাইতেছি। এখানে একটী বৃহৎ রমণীসভা আছে, তথায় বক্তৃতা করিতে হইবে। এই সভার সভ্যেরা রমাবাইকে (খ্রীষ্টিয়ান) খুব সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু বোষ্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। এখানে যদি বেশী দিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব্ব পোষাকে চলিবে না। রাস্তায় আমায় দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। আমাকে সুতরাং কাল রঙের লম্বা জামা পরিতে হইবে। কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগ্‌ড়ি পরিব। কি করিব? এখানকার মহিলাগণ এই পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্রী; তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে চলিবে না। এই

চিঠি তোমার নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে আমার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। এখানে কিছু কার্য্য করিতে হইলে কিছু দিন এখানে থাকা দরকার। * * আমি চিকাগোয় আর যাইব কি না, তাহা জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন আর বরদারাও যে ভদ্রলোকটীর সাহিত আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো মেলার এক জন কর্ত্তা। কিন্তু তখন আমি অস্বীকার করি, কারণ, চিকাগোয় এক মাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল সমুদয় ফুরাইয়া যাইত।

কানাডা ব্যতীত সমুদয় আমেরিকায় রেল গাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নাই। সুতরাং আমাকে ফার্ষ্টক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কারণ, উহা ছাড়া আর ক্লাশ নাই। আমি কিন্তু উহার পুলমান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না। এ গাড়ীতে খুব আরাম; এখানে আহার পান নিদ্রা, এমন কি, স্নানের পর্য্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি যেন হোটেলে রহিয়াছ, বোধ করিবে। কিন্তু ইহাতে বেজায় খরচ।

এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেহ সহরে নাই, সকলেই গ্রীষ্মাবাস সমূহে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে পাইব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছু দিন থাকিতে হইবে। এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া

লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামে যে কোন চিঠি বা টাকা আসিবে, কুক-কোম্পানিকে তাহা আমার নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই। যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি, সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইব, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণ পোষণের কোন উপায় করিতে পারি, আমি তৎক্ষণাৎ তার করিব।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব; তারপর ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব।

এখানে এখনই এত শীত যে, দিন রাত আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কানাডায় আরও শীত। কানাডায় যত নীচু পাহাড়ে বরফ পড়িতে দেখিয়াছি, আর কোথাও সেরূপ দেখি নাই।

আমি আবার এই সোমবারে সালেমে এক বৃহতী রমণীসভায় বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। তাহাতে আমার আরও অনেক সভা-সমিতির সঙ্গে পরিচয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ আমার পথ করিতে পারিব। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে এই ভয়ানক মহার্ঘ্য দেশে অনেক দিন থাকিতে হয়। ভারতে রূপার দর চড়িয়া যাওয়াতে এখানে লোকের মনে মহা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অনেক মিল বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহায্যের চেষ্টা বৃথা। আমাকে এখন কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই মাত্র দরজীর কাছে গিয়াছিলাম। কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে ৩০০ টাকা বা তাহারও উপর পড়িবে।

ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও না, অমনি চলনসই গোছের হইবে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বড় খুঁৎখুঁতে আর এ দেশে তাহাদেরই প্রভুত্ব। ইহারা রমাবাইকে খুব সাহায্য করিতেছে। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্ম টাকা পাঠাইতে না পার, এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্ম কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিব। কেব্‌লে তার করিতে প্রতি শব্দে পড়ে ৪৲ টাকা।

তোমাদেরি
বিবেকানন্দ।

---

(৫)

(চিকাগো বক্তৃতার অব্যবহিত পরে মান্দ্রাজী শিষ্যগণের প্রতি)
ইংরাজীর অনুবাদ।

চিকাগো।
২রা নবেম্বর, ১৮৯৩।

প্রিয়—

কাল তোমার পত্র পাইলাম। আমার এক মুহূর্ত্ত অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট পাইয়াছ, তাহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। যখন ছবিলদাস আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন আমি আপনাকে এত অসহায় ও নিঃসম্বল বোধ করিলাম যে, নিরাশ হইয়া তোমাদিগকে তার করিয়াছিলাম। তার পর হইতে

ভগবান্ আমাকে অনেক বন্ধু ও সহায় দিয়াছেন। বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে রাইট মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন, ধর্ম্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন—তিনি বলিলেন, উহাতে সমুদয় আমেরিকান জাতির সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারো আলাপ ছিল না, সুতরাং ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। এইরূপে আমি পুনরায় চিকাগোয় আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্ম্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

"মহাসভা" খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে "শিল্পপ্রাসাদ" নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটী বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্ব্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইএর নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধি জৈন সমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনিবেসাণ্ট ও চক্রবর্ত্তী থিয়সফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল আর চক্রবর্ত্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে শিল্পপ্রাসাদ পর্য্যন্ত খুব ধুমধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্ম্মের উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল ও তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬ হাজার সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট

আর প্লাটফর্ম্মের উপর পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কথন বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতি পূর্ব্বক ধুমধামের সহিত সভা আরম্ভ হইল। তখন এক জন এক জন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুড় দুড় করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্ব্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্ব্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু এক কথা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি "আমেরিকাবাসী ভাই ও ভগিনীগণ" বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তার পর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পর দিনে সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে। সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার

শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, "মূকং করোতি বাচালং"—হে ভগবন্, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক! সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম আর যে দিন হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। একটী সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—"কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্য্যন্ত ফাঁক নাই—বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে অন্য যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়াছিল।" ইত্যাদি। আমি যদি সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। কিন্তু তুমি জান, আমি নাম যশকে অতিশয় ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াই, তখনই আমার জন্য কর্ণবধিরকারী হাততালি পড়িয়া যায়। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমার যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে আর কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি আর ইউরোপে

যাইবার আমার যে খরচ লাগিবে, তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। একটা কথা—তোমরা যে টাকা পাঠাইয়াছিলে, তাহার মধ্যে আমি কুক কোম্পানির নিকট হইতে কেবল ৩০ পাউণ্ড পাইয়াছি। নরসিংহাচার্য্য নামে একটী বালক আমাদের নিকট আসিয়া জুটিয়াছে। সে গত তিন বৎসর ধরিয়া চিকাগো সহরে অলসভাবে কাটাইতেছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে ভাল বাসি। কিন্তু যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকে, তাহা লিখিবে। সে তোমাকে জানে। যে বৎসর প্যারিস এক্‌জিবিসন হয়, সেই বৎসর সে ইউরোপে আসে। আমার পোষাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে, তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ পাউণ্ড আছে। আর আমার বাটীভাড়া বা খাই খরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ, ইচ্ছা করিলেই এই সহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না। ইহারা সব জিনিষ জানিতে ইচ্ছা করে, আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান নারী, আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষে অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে। ইহারা খুব সহৃদয় ও খোলা লোক। যে কোন ব্যক্তির মাথায় কোনরূপ খেয়াল আছে, সেই এখানে তাহা প্রচার করিতে আইসে আর আমায় লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে,

এখানে এইরূপে যে সমস্ত মত প্রচার করা হয়, তাহার অধিকাংশই যুক্তিসহ নয়। ইহাদের অনেক দোষও আছে। তা কোন্ জাতির নাই? আমি সংক্ষেপে জগতের সমুদয় জাতির কার্য্য ও লক্ষণ এই রূপে নির্দ্দেশ করিতে চাই। এসিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। ইউরোপ পুরুষের উন্নতি বিধান করিয়াছে আর আমেরিকা নারীগণের এবং সাধারণ লোকের উন্নতি বিধান করিতেছে। এ যেন নারীগণের স্বর্গস্বরূপ—সহজেই ইহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর এইদেশ দিন দিন উদারভাবাপন্ন হইতেছে।

ভারতে যে "দৃঢ়চর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ান" (ইহা ইহাদেরই কথা) দেখিতে পাও, তাহাদের দেখিয়া ইহাদিগকে বিচার করিও না। এখানেও আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। আর এই মহান্ জাতি দ্রুতবেগে সেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহা হিন্দুর প্রধান গৌরবের সামগ্রী।

হিন্দু যেন কখন তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্ম্মকে উহার নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে আর সমাজকে উন্নতি করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে; ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মকেই সমুদয় পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অবনতির জন্য দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন। ইহার ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, সকলেই অকৃতকার্য্য হইলেন। বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্য্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্ম্মবিধান, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যাহাই বলুন, জাতি একটী

সামাজিক বিধান মাত্র। এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা উহার কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে উহার দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের নিজের সত্ত্বুদ্ধি জাগরিত করা যায়। এখানে যে কেহ জন্মিয়াছে, সেই জানে, আমি এক জন মানুষ। ভারতে যে কেহ জন্মায়, সেই জানে, সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। আর স্বাধীনতাই উন্নতির এক মাত্র সহায়ক; স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে! এখন উহাকে নাশ করিতে হইলে কোন ধর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, ব্রাহ্মণ জুতাব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কেবল প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাহারও আর তাহার জীবিকার জন্য কোনরূপ বৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধা নাই। ইহার ফল ঘোর প্রতিযোগিতা। সুতরাং সহস্র সহস্র ব্যক্তি, যে উচ্চ পদের উপযুক্ত, তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া তাহা পাইতেছে। নীচে পড়িয়া থাকিয়া আর সুযোগ অবহেলা করিতেছে না।

আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালটা থাকিব, তার পর ইউরোপে যাইব। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবানই সব যোগাইয়া দিবেন। সুতরাং তুমি সে বিষয়ে কিছু ভাবিও না। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য।

আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন

আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমরা জগতের জন্য মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিব, আর উহা নিঃস্বার্থভাবে করিব, নাম যশের জন্য নহে।

আমাদের কার্য্য,—কায করিয়া মরা—"কেন" প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান্ মহৎ মহৎ কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেম সম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সময়ে সময়ে রামনাদের রাজা ও আর আর সকল বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে ও যাহাতে তাঁহারা ভারতের সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহার চেষ্টা করিবে। তাঁহাদিগকে বল, যদি তাঁহারা উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িত ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেন না উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হইব! প্রত্যেক আমেরিকাম নারী, লক্ষ লক্ষ হিন্দুললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণও কেন না উহাদের মত শিক্ষিতা হইবেন? অবশ্য তাঁহাদিগকে সেই রূপ শিক্ষিতা করিতে হইবে।

মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে,

সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কি না।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

---

(৬)

(শোলাপুরের ফরেষ্ট অফিসার শ্রীহরিপদ মিত্রকে লিখিত ;)

অনুবাদ নহে।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

২৮ শে ডিসেম্বর; ১৮৯৩।

George W. Hale,

541, Dearborn Avenue,

Chicago.

কল্যাণবরেষু,

বাবাজি, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি তোমরা যে আমাকে

মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো বৃত্তান্ত হাজির বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ, আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক। বিশেষ, এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। যে দেবী সুকৃতি পুরুষের গৃহে স্বয়ং স্ত্রীরূপে বিরাজমানা, একথা বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়ে ছেলের পথ চল্‌বার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেক্‌চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণ মুক্ত হব না।

বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে। এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ" যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখ্‌তে গেলে রোজ ৬ টাকার খাওয়া পরা বাদ দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলী ৬ টাকা রোজের কম খাটে না। কিন্তু খরচও তেমনি। চারি আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলেনা। ২৪ টাকায় এক যোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজকার, তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজকার করিতে, তেমনি খরচ করিতে।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজকার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর সবকাজ করে অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত্র গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ—" ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যা শিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ-কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এ দেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্‌ হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত।

গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারি দিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্‌তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দুর দুর কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্‌ছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি কর্‌ছেন? খালি বল্‌ছেন, ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখ্‌তে নয়, তামাসা দেখ্‌তে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখ্‌তে। সে উপায় কি, পরে জান্‌তে পার্‌বে, যদি ভগবান্ সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল এই ধর্ম্ম বিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম শিক্ষা দিব।

কবে দেশে যাব জানিনা, প্রভুর ইচ্ছা বলবান। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি বিবেকানন্দ।

(৭)

(মান্দ্রাজীদের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

জর্জ্জ ডব্‌লিউ হেলের বাটী,

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো।

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৪।

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে। 'ইণ্টিরিয়ার' পত্রিকার সমালোচনা,—সমুদয় আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে 'নীলনাসিক প্রেস্‌বিটেরিয়ান'দের কাগজ বলে। এ সম্প্রদায় খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকাবাসী সাধারণ, তাহার মধ্যে পুরোহিতই অধিকাংশ, আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন এইরূপ কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া পত্রিকাসকল যে খ্যাতনামা হইতে চায়, এই কৌশল এখানকার সকলেই জানে, সুতরাং এখানকার লোকে উহা কিছুই গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভারতীয় মিশনরিগণ যে ইহা হইতে অনেক সুবিধা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ

নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও,—'হে ইহুদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের বিচার আসিয়াছে।' তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে আর তাহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। মিশনরিদের জন্য অবশ্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে আসাতে তাহাদেব ভারতে গিয়া বড়মানুষী কবিবার চাঁদা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান প্রধান পুরোহিতগণের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাই হোক, যখন পুকুরে নামিয়াছি, তখন ভাল কবিয়াই স্নান কম্বিব। আমি তাহাদের সম্মুখে আমাদের ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটী সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই মুখে মুখে। আশা করি, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে পুস্তকাকারে সেগুলিকে গ্রথিত করিতে পারিব। ভারত হইতে কোন সাহায্যের আমার আবশ্যক নাই, এখানে আমার যথেষ্ট আছে। বরং তোমাদের নিকট যে টাকা আছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটী মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাও। আর চারিদিকে উহার প্রচার কর। ইহাতে আমাদের জাতীয় মনের সম্মুখে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উদিত রাখিবে। আর সেই কেন্দ্র-বিদ্যালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে শাখাবিদ্যালয় সকল সংস্থাপনের কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সহায়তা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কর। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর। রামনাথ বা যে কোন নাথকে পাও, তাহার নিকট হইতেই সহায়তা লাভের চেষ্টা কর। এই কার্য্যের জন্য

টাকা ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে থাক। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনাটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য করিতেছি। এখানে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট যোগাড় হইয়া যাইবে।

আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করিয়াছেন, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার; তার পর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত বা উঠিয়া যাওয়া উচিত, স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত বা অনুচিত, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই উন্নতি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালীবদ্ধ মত প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যে বাধা দেয়, (অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা অপরের অনিষ্ট করে) সেই অন্যায় করিতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটী চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তার পর প্রত্যেক নরনারী আপন আপন অদৃষ্ট আপনিই গঠন করিয়া লইবে। আমাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা তাহারা ভাবুক। বিশেষতঃ তাহাদের জানা উচিত, অপরে কি করিতেছে। তার পর তারা কি করিবে, আপনারাই স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমাদিগকেই একত্রে মিশাইতে হইবে, উহা কোন বিশেষ আকার ধারণ করিবে প্রকৃতির নিয়মে। আমেরিকান মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধি স্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় কাযের জীবন-স্বরূপ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হই নাই, তবে এডিসন ইহার একটী নূতন সংস্কার করিয়াছেন। যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাযে লাগো। আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে,—জনসাধারণের উন্নতি বিধান—ধর্ম্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। কিন্তু হায়! কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত! অবশ্য

সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না, জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায় আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

তোমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।

---

(৮)

(কোন মান্দ্রাজী শিষ্যের প্রতি; ইংরাজীর অনুবাদ।)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯৪।

প্রিয় কিডি,

আমি তোমার সব চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু কি জবাব দিব,

ভাবিয়া পাই নাই। তোমার শেষ চিঠিখানিতে আশ্বস্ত হইলাম। এখন আমার বোধ হয়, তুমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সমীচীন।

বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র ইহাতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে, এই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত, কিন্তু উহাতে আবার গোঁড়ামী আসিবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রোধ হইবার আশঙ্কা আছে।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু উহাতে আশঙ্কা, পাছে উহা শুষ্ক বাদ বিতণ্ডায় দাঁড়ায়।

ভক্তি খুব বড় জিনিষ, কিন্তু উহা হইতে নিরর্থক ভাবুকতা আসিয়া আসল জিনিষটাই নষ্ট হইবার যথেষ্ট ভয় আছে।

এই সব গুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এইরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষগণ কালে ভদ্রে জগতে আসিয়া থাকেন। তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শ স্বরূপ সাম্‌নে রেখে আমরা এগুতে পারি। আর আমাদের মধ্যে একজনও যদি সেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ না কর্‌তে পারে, তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ করে এমন করে তুল্‌তে পারি, যাতে একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলো জীবন মিলে একটা পূর্ণ জীবন, এক জনের যেটা অভাব, যেন অপরের জীবনের দ্বারা তা পূর্ণ হচ্চে। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হলো না বটে, কিন্তু এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হোলো আর তাই যে অন্য অন্য প্রচলিত ধর্ম্মমত হতে একটা সুনিশ্চিত উন্নতির সোপান হোলো।

কোন ধর্ম্ম যদি মানুষের বা সমাজের জীবনে কিছু কার্য্য কর্‌তে চায়, তা হলে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার,

একথা ঠিক, কিন্তু যেন উহাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, এটী লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। আমরা এই জন্যে একটী অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে চাই। সম্প্রদায়ের যে সকল উপকারিতা, তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উদারভাবও থাক্‌বে।

ভগবান্ যদিচ সর্ব্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জান্‌তে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই, সুতরাং আমাদের তাঁকেই কেন্দ্র স্বরূপ করে তাঁকেই ধরে থাকা উচিত। অবশ্য যে তাঁকে যে ভাবে নিক্, তাতে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেউ আচার্য্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা বলুক, কেউ ঈশ্বর বলুক, কেউ আদর্শ পুরুষ বলুক, কেউ বা মহাপুরুষ বলুক, যার যা খুসি, সে তাঁকে সেই ভাবে নিক।

আমরা সামাজিক সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ কিছুই প্রচার করিনা। তবে বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেরই সমান অধিকার আর তাঁর শিষ্যদের ভেতর যাতে কি মতে, কি কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এইটীর দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি। সমাজ আপনার ভাবনা আপনি ভাবুক গে। আমরা কোন মতাবলম্বীকেই বাদ দিতে চাই না। এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীই হউক বা সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগতই বলুক, অদ্বৈতবাদীই হউক বা বহুদেবে বিশ্বাসীই হউক, অজ্ঞেয়বাদীই হউক বা নাস্তিকই হউক, আমরা কাকেও বাদ দিতে চাই না। কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তাকে কেবল এইটুকু মাত্র কর্ত্তে হবে যে, তাকে এমন চরিত্র গঠন কর্ত্তে হবে, তা যেমন উদার, তেমনি গভীর।

চরিত্র গঠন সম্বন্ধেও আমরা কোন বিশেষ নৈতিক মতের পোষকতা করি না বা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও সকলকে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলতে বলি না। অবশ্য যাতে অপরের কিছু অনিষ্ট হয়, তা কর্‌তে আমরা লোককে বারণ করে থাকি।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এইটুকু লক্ষণ বলে আমরা লোককে তার পর নিজের বিচারের উপর নির্ভর কর্‌তে বলি। যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম্ম আর যাতে তাঁর মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম্ম।

তার পর কোন্ পথ তার ঠিক উপযোগী, কোন্‌টাতে তার উপকার হবে, সে বিষয় প্রত্যেকে নিজে নিজে বেছে নিয়ে সেই পথে যাক্; এ বিষয়ে আমরা সকলকে স্বাধীনতা দিই। এক জনের হয়ত মাংস খেলে উন্নতি সহজে হতে পারে, আর এক জনের ফলমূল খেয়ে থাক্‌লে হয়। যার যা নিজের ভাব, সে তা করুক; কিন্তু একজন যা কচ্চে, তা যদি অপরে করে, তার ক্ষতি হতে পারে বলে সেই অপরের কোন অধিকার নেই যে, সে তাকে গাল দেবে। অপরকে নিজের মতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা ত দূরের কথা। কতকগুলি লোকের হয়ত সহধর্ম্মিণী দ্বারা উন্নতির খুব সাহায্য হতে পারে, অপরের পক্ষে হয়ত তাতে বিশেষ ক্ষতি করে। তা বলে অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহিত শিষ্যকে বল্‌বার কোন অধিকার নেই যে, তুমি ভুল পথে যাচ্চ, জোর করে তাকে নিজের মতে আন্‌বার চেষ্টা ত দূরের কথা।

আমাদের বিশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত আর এক জনের সঙ্গে আর একজনের তফাত কেবল এই,—কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ,

কোথাও এই আবরণ একটু তরল। আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর ভৌতিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই,—আত্মার স্বরূপের কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত ভাব হচ্চে।

এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

আমাদের বিশ্বাস,—ইহাই বেদের সার রহস্য।

আমাদের বিশ্বাস,—প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে এই ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করা ও তাহার সহিত সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত আর তাকে কোন মতে ঘৃণা, নিন্দা, বা কোন রূপে তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নয়। আর ইহা যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, তাহা নয়, সকল নরনারীরই ইহা কর্ত্তব্য।

আমাদের বিশ্বাস,—আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই বা তাঁহাতে অপূর্ণতা নাই।

আমাদের বিশ্বাস,—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও একথা নাই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম্ম বা জাতিভেদ আছে। এই হেতু যাঁহারা বলেন, ধর্ম্মের সহিত সমাজ সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত। কিন্তু তাঁহাদিগকে আবার আমাদের একথা মান্‌তে হবে যে, তাহলেই ধর্ম্মেরও কোনরূপ সামাজিক বিধান দিবার বা সকল জীবের মধ্যে বৈষম্যবাদ প্রচার কর্‌বার কোন অধিকার নেই, যখন ধর্ম্মের লক্ষ্যই হচ্চে,—এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা।

যদি একথা বলা হয়, এই বৈষম্যের ভিতর দিয়ে গিয়েই আমরা চরমে সমত্ব ও একত্বভাব লাভ করিব,—

তাহাতে আমাদের উত্তর এই, তাঁহারা যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন, সেই ধর্ম্মেই পুনঃপুনঃ বলেছে, পাঁক দিয়ে পাঁক ধোয়া যায় না।

বৈষম্যের ভিতর দিয়ে সমত্বে যাওয়া কি রকম, না, যেন অসৎ কার্য্য করে সৎ হওয়া।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্চে, সামাজিক বিধানগুলি সমাজের নানা প্রকার অবস্থাসঞ্জাত হইতে উৎপন্ন—ধর্ম্মের অনুমোদনে। ধর্ম্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে যে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম্ম হাত দিলেন, কিন্তু এখন আবার ভণ্ডামি করে বল্‌চেন, সমাজসংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ। একথা বলায় ধর্ম্ম নিজের আচরণ নিজেই খণ্ডন কচ্চেন। সত্য, এখন দরকার হচ্চে যেন ধর্ম্ম সমাজসংস্কারে না দাঁড়ায়, কিন্তু আমরা তাই জন্যই একথাও বলি, ধর্ম্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন, অন্ততঃ বর্ত্তমান কালে।

অপরের অধিকারে হাত দিতে যেও না, আপনার সীমার ভিতর আপনাকে রাখ, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

১ম, শিক্ষা হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ করা।

২য়, ধর্ম্ম হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম হইতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ।

সুতরাং উভয় স্থলেই উপদেষ্টার কার্য্য কেবল পথ থেকে বাধা বিঘ্ন গুলি সরিয়ে দেওয়া। আমি যেমন সর্ব্বদা বলে থাকি, অপরের অধিকারে হাত দিও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য,—রাস্তা সাফ করে দেওয়া—তিনিই সব করেন।

সুতরাং তোমার এইটুকু বিশেষ করে মনে রাখা দরকার, কারণ, দেখ্‌ছি, তোমার দিন রাত মনে হয়, ধর্ম্মের কায কেবল আত্মাকে নিয়ে, সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব রাখ্‌বার দরকার নেই। তোমার এ কথাও ভাবা উচিত যে, যে যুক্তিতে এখন ধর্ম্মকে সমাজসংস্কার থেকে পৃথক্ কোর্‌ছো, ঠিক সেই যুক্তিই, ধর্ম্ম, সমাজের বিধান প্রস্তুত করে দিয়ে পূর্ব্বে থেকেই যে অনর্থ কোরে বোসে আছে, ধর্ম্মের সেই অনধিকারচর্চ্চাতেও দোষারোপ করে এখন ধর্ম্মকে সমাজ থেকে পৃথক্ কর্‌বার চেষ্টা কি রকম জান? যেন কোন লোক জোর করে এক জনের বিষয় কেড়ে নিয়েচে। এখন সে ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাচ্চে, তখন সে নাকে কেঁদে মানবাধিকারের পবিত্রতার মত ঘোষণা কর্‌ছে !!!

দুষ্ট পুরুত গুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাইতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্চে!

তুমি মাংসভুক্ ক্ষত্রিয়গণের কথা বলেছ। ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক্, আর নাই খাক্, তারাই হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিষ দেখ্‌তে পাচ্চ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌ত্তেন, এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহাম্মক, গীতা আর

ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারু ঠেঙ্গে শুনে নাও। গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত কর্‌বার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থ কর্‌ছেন। ঈশ্বর কি তোমার মত আহাম্মক, তিনি কি এতই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান যে, একটুক্‌রা মাংসে তাঁর দয়ানদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তিনি সেই রকম হন, তবে তাঁর মূল্য এক কড়া কানা কড়িও নয়। যাক, ঠাট্টা থাক—বৎস, তোমায় আমার বক্তব্য এই, এই চিঠিতে কি প্রণালীতে তোমার চিন্তাকে নিয়মিত কর্‌তে হবে, তার গোটা কতক সঙ্কেত দিলাম।

আমার কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না। তোমাকে আমি পূর্ব্বেই লিখেছি, পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস এই, মান্দ্রাজীদের দ্বারাই ভারতের উন্নতি হবে। তাই বল্‌ছি, হে মান্দ্রাজ-বাসী যুবকবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে গোটা কতক লোক এই নূতন ভগবান্‌ রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই নূতন ভাবে একেবারে মেতে উঠ্‌তে পার কি? উপাদান সংগ্রহ করে একখানা সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণজীবনী লেখ দেখি। সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ কোরো না অর্থাৎ জীবনীটী লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণ স্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাক্‌বে। খবরদার, তার মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিতব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাক্‌বে, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া আর জীবনীটী তারই উদাহরণস্বরূপ হবে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা সাধারণ লোকের জন্য নয়। আমি নিজে অযোগ্য হলেও আমার একটী কায ছিল এই, যে রত্নের কৌটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, তা মান্দ্রাজে নিয়ে এসে তোমাদের হাতে দেওয়া।

আমাকে মনে কর, আমি আমার করবার যা কিছু করে চুকিছি —এখন মরে গেছি; এইটী ভাব যে, সব কাযের ভাব তোমাদের ঘাড়ে হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, ভাব যে, তোমরা এই কায করবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। তোমরা কাযে লাগো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভুলে যাও, কেবল রামকৃষ্ণকে প্রচার কর, তাঁর উপদেশ, তাঁর জীবনী প্রচার কর। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলিও না। জাতিভেদের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিও না অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বল্‌বার দরকার নাই। কেবল লোককে বল, গায়ে পড়ে কারু অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্‌তে যেও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাহসী, দৃঢ়নিষ্ঠ, প্রেমিক যুবকবৃন্দ, তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদেরি বিবেকানন্দ।

---

(৯)

(মান্দ্রাজীদের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

চিকাগো।

২৮শে মে, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

আমি তোমার পত্রের উত্তর পূর্ব্বে দিতে পারি নাই, কারণ, আমি নিউইয়র্ক হইতে বোষ্টন পর্য্যন্ত নানাস্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

জানি না, আমি কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁর উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, যিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন।

আমাকে ছাড়িয়া কায করিবার চেষ্টা কর, যেন আমি কখন ছিলাম না। কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করিও না। যাহা পার, করিয়া যাও, কাহারও উপর কোন আশা রাখিও না।

আমি বলিতে পারি না, আগামী গ্রীষ্মকালে এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব কি না; সম্ভবতঃ না।

ইতিমধ্যে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে, তোমরা সব করিতে পার। জানিয়া রাখ যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন আর অগ্রসর হও, হে বীরহৃদয় বালকগণ!

আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে। আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিল-প্রযত্ন হইও না। মনে রাখিবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের উপর কার্য্য কর, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ কর। বড় বড় কায কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যক নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয়, বা আমার গুরুর পর্য্যন্ত নয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহদাশয় বালকগণ, উঠে পড়ে লাগো। নাম, যশ বা অন্যকিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও, "অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে

তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।" তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক,—আমি বিশ্বাস করি, তাঁর শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, "উঠো, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না।" জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরি করিলে বিষণ্ণ হইও না, বা নিরাশ হইও না। লেখায় কি ফল? উৎসাহ, বৎস উৎসাহ—প্রেম, বৎস প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।

সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। মান্দ্রাজের যে সকল মহোদয় ব্যক্তি আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা কার্য্যে শৈথিল্য না দেন, আর চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাক।

অহঙ্কৃত হইও না। মতের বিভিন্নতার দিকে বিশেষ ঝোঁক দও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কায কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্ব্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কৃত হইও না, বড় বড় কায এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং

দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত অনন্ত সর্ব্বগ্রাসী; সকলেই সামনে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্। জয় প্রভুর জয়!

সু—ক্—ভ—এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণকে আমার গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইবে। তাঁহাদিগকে বলিবে, যদিও সময়াভাবে তাঁহাদিগকে কিছু লিখিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় তাঁহাদের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট আছে। আমি তাঁহাদিগের ধার কখন শুধিতে পারিব না। প্রভু তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই। তোমরা কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া একটী ফণ্ড করিবার চেষ্টা কর। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীবদিগকে, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্য্যন্ত জড় কর, তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম্ম উপদেশ দাও, তার পর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। এক দল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই দল বাড়াইতে থাক—ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার, কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না,

তখনই পার হইবে বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পরিচালন ভাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা হইতে, প্রকৃত কার্য্য, যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল। ভ—এর গৃহে একটী সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটী কুটীর ভাড়া লও এবং কাযে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, কিন্তু ইহাই মুখ্য। যে কোন রূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের উন্নতি বিধান করিতেই হইবে। কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কায কর। আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল, তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো, লাগো বৎসগণ! প্রভুর জয়! কিডিকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ।

---

(১০)

(মহাশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের প্রতি; ইংরাজীর অনুবাদ।)

চিকাগো,
২৩শে জুন, ১৮৯৪।

মহারাজ,

শ্রীনারায়ণ আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন।

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি এদেশে আসিতে সমর্থ হইয়াছি। এখানে আসার পর আমাকে এদেশে সকলে বিশেষ রূপ জানিতে পারিয়াছে। আর এদেশের আতিথেয় ব্যক্তিবর্গ আমার সমুদয় অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। অনেক বিষয়ে এ এক আশ্চর্য্য দেশ—এ এক অদ্ভুত জাতি। প্রথমতঃ, জগতের মধ্যে কল কারখানার উন্নতি বিষয়ে এ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশের লোক নানা প্রকার শক্তিকে যেমন কাযে লাগায়, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে—এখানে কেবল কল আর কল! আবার দেখুন, ইহাদের সংখ্যা সমুদয় জগতের লোকসংখ্যার বিশভাগের এক ভাগ হইবে, কিন্তু ইহারা জগতের ধনরাশির পুরা একষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের ঐশ্বর্য্য বিলাসের সীমা নাই, আবার সব জিনিষই এখানে অতিশয় দুর্ম্মূল্য। এখানে পরিশ্রমের মাহিনা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রমজীবী ও মূলধনীদের মধ্যে নিত্য বিবাদ চলিয়াছে।

তার পর, আমেরিকান মহিলাগণের অবস্থার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব আপনাদের হাতে লইতেছে আর আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক। অবশ্য খুব উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিকাংশই পুরুষ। এই পর্য্যন্ত ইহাদের ভাল দিক্ বলা গেল। এখন ইহাদের দোষের কথা বলি। প্রথমতঃ, মিশনরিগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের দেশের লোকের ধর্ম্মপ্রবণতা সম্বন্ধে যতই বাজে গল্প করুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে এদেশের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের ভিতর জোর এক কোটি নব্বই লক্ষ লোকে একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে।

অবশিষ্ট লোকে কেবল খাওয়া দাওয়া ও টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্যেরা আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে যতই তীব্র সমালোচনা করুন না কেন, তাঁহাদের আবার আমাদের অপেক্ষা জঘন্য জাতিভেদ আছে—অর্থগত জাতিভেদ। আমেরিকানেরা বলে, সর্ব্বশক্তিমান ডলার এখানে সব করিতে পারে; এদিকে আবার গরিবদের টাকা নাই। নিগ্রোদের (যাহারা অধিকাংশ দক্ষিণবিভাগে বাস করে) উপর তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, উহা পৈশাচিক। সামান্য অপরাধে ইহাদিগকে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এদেশে যত আইন কানুন, অন্য কোন দেশে এত নাই, আবার এদেশের লোকে আইনের যত কম মর্য্যাদা রাখিয়া চলে, আর কোন দেশেই তত নয়।

মোটের উপর, আমাদের দরিদ্র হিন্দু লোক এই পাশ্চাত্যগণ হইতে অধিক নীতিপরায়ণ। ইহাদের ধর্ম্ম হয় ভণ্ডামী না হয় গোঁড়ামী। পণ্ডিতেরা নাস্তিক আর যাঁহারা একটু স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল, তাঁহারা তাঁহাদের কুসংস্কার ও দুর্নীতিপূর্ণ ধর্ম্মের উপর একেবারে বিরক্ত, তাঁহারা নূতন আলোকের জন্য ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন। মহারাজ, আপনি না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, ইহারা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মের উপর যে পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছে, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ইহাদের শূন্য হইতে সৃষ্টির মতে, আত্মা সৃষ্ট পদার্থ এই মতে—স্বর্গ-নামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট একজন মহাক্রূর ও অত্যাচারী ঈশ্ব-

রের মতে, অনন্ত নরকের মতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই বিরক্ত হইয়াছেন আর সৃষ্টির অনাদিত্ব এবং আত্মা ও আত্মায় অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদের গভীর উপদেশ সকল কোন না কোন আকারে গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জগতের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই আমাদের পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি উভয়েরই অনাদিত্বে বিশ্বাসবান হইবেন আর ঈশ্বরকে প্রকৃতিরই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা বলিয়া বুঝিবেন। এক্ষণে ইহাদের সকল বিদ্বান্ পুরোহিতগণই এই ভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভারতবর্ষে যে সকল মিশনরী দেখিতে পান, তাহারা কোনরূপেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধি নহে। আমার সিদ্ধান্ত এই, পাশ্চাত্যগণের আরো ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন আর আমাদের আরো ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।

ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মূল—জন সাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি আর আমাদের—দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে,এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতিবিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সর্ব্বসাধারণ এবং রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিতগণ, বিদেশীয় রাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে, জানিতে পারে। তাহা

হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে যে, তাহাদিগকে কতকগুলি ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহার ফলস্বরূপ আপনা আপনিই আসিবে। আমাদের কেবল উপাদানগুলি জোগান দরকার। সেইগুলি মিলিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইবে—আপনা আপনি, প্রকৃতির নিয়মে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া ; বাকি যা কিছু, তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

ভারতে এই কাজটী করা বিশেষ দরকার। এই চিন্তা অনেক দিন হইতে আমার মনে রহিয়াছে। ভারতে আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, সেই জন্য আমি এদেশে আসিয়াছি। দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা এই, মনে করুন, মহারাজ গ্রামে গ্রামে গরিবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবে না, কারণ, ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাঁহার কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে, সুতরাং যেমন পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট গিয়াছিলেন, *

* প্রবাদ আছে, মহম্মদ একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমি পর্ব্বতকে আমার নিকট ডাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মহা জনতা হয়। মহম্মদ পর্ব্বতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন তথাপি পর্ব্বত একটুও বিচলিত হইল না। তাহাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে। তদবধি ইহা একটী প্রবাদবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকেও সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন একস্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও শিখাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটী গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে গেলেন। এই ক্যামেরা, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন। তার পর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের নিকট করা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়াইলে তাহারা যা না শিখিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক এইরূপ মুখে মুখে শিখিতে পারে। ইহা করিতে হইলে একটী দলগঠনের আবশ্যক হয়, তাহাতে আবার টাকার দরকার। ভারতে এই জন্য কাজ করিবার যথেষ্ট লোক আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, টাকা নাই। একটী চক্রকে গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট; এক বার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। আমি আমার স্বদেশে এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু ধনিগণের নিকট আমি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাই নাই। এখন আমি মহারাজের সাহায্যে এখানে আসিয়াছি। ভারতের দরিদ্রেরা মরুক বাঁচুক, আমেরিকানদের সে বিষয়ে খেয়াল নাই।

কেনই বা থাকিবে? আমাদের দেশের লোকেই যখন কিছুই ভাবে না, কেবল নিজেদের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত!

হে মহামনা রাজন্! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধনমান ঐশ্বর্য্য এ সকলি ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে! অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। মহারাজের ন্যায় মহান্, উচ্চমনা একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ইহাকে আবার ইহার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন। তাহাতে চিরকালের জন্য জগতের লোক আপনার সুনাম গাহিবে ও আপনাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিবে। ঈশ্বর করুন, যেন আপনার মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ লক্ষ দীন হীন সন্তানের জন্য কাঁদে, ইহাই বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

ইতি বিবেকানন্দ।

---

(১১)

(মান্দ্রাজীদের প্রতি; ইংরাজির অনুবাদ।)

১৯শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

তোমাদের গত ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৪ এর পত্র কাল পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যে কোন বিঘ্ন না হইয়া বরং ইহার উন্নতিই হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। যে কোন রূপেই হউক, সম্প্রদায়ের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। নিশ্চয়ই! 'না' বলিলে চলিবে না! আর কিছুতেই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহি-

স্ফুর্তা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ! দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ, হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত প্রেত বই আর কি! হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচারনিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক! তখন গিয়া ভগবানের পদপ্রান্তে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে! গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও আমি বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি, এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি, এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইওনা। উপরে অনন্ততারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—

চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই,—স্বাধীনতা না দিলে কোন রূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দুচার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও।

উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

আমরা মূর্খের ন্যায় বাহ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? আঙ্গুর হাত বাড়াইয়া না পাইলে উহাকে টক বলিব না ত আর কি! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নর নারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুগণকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্য সভ্যতার অভাব। মুসলমানেরা হিন্দুগণকে দরজির শেলাইকরা কাপড় চোপড় পরিতে শিখাইয়াছিল। যদি হিন্দুগণ আপনা-

দের আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে রাস্তার ধূলি না মিশাইতে দিয়া মুসলমানগণের নিকট পরিষ্কাররূপে আহারের প্রণালী শিখিত, ত কত ভাল হইত। বাহ্য সভ্যতার আবশ্যক; শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাযের সৃষ্টি হয়। অন্ন—অন্ন! বল কি, যে ভগবান্ আমাকে এখানে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতালাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়! মনে কর, ইংরাজেরা তোমাদের হস্তে সব শক্তি দিলেন—তাতে কি হবে? রাজপুতেরা উঠিয়া সব লোকের নিকট হইতে সব শক্তি কাড়িয়া লইবে আর পুরোহিতগণকে ঘুষ দিয়া লোককে চাপিয়া ধরিতে বলিবে, ও নিজেরা উহাদের গলা কাটিবে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, পূর্ব্বে যে উন্নতি করিবার পথ বলিয়াছি, সেই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও

সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস, ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব আর ইহা হইবেই হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটী উপনিবেশস্থাপন। যে ব্যক্তি তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, তাহাকেই কেবল সেখানে রাখা হইবে। তার পর এই অল্পসংখ্যক লোক সমস্ত জগতে সেই ভাব বিস্তার করিবে। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটী কেন্দ্রসমিতি করিয়া সমুদয় ভারতে তাহার শাখাসমাজ স্থাপন করিয়া যাও। কেবল ধর্ম্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর। কোনরূপ ভয়ঙ্কর সামাজিক সংস্কার প্রচার করিওনা। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞলোকের কুসংস্কারের প্রশ্রয় যেন না দেওয়া হয়। রামানুজ যেমন সকলের প্রতি সমভাব দেখাইয়া ও মুক্তিতে সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বকালীন রামানুজের ন্যায় প্রচার করিতে হইবে। রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এসকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগরসংকীর্ত্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটি মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরকীর্ত্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বার বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত

কর আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাক। কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগো। নেতৃত্বকার্য্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও আর একজন বন্ধু অপরবন্ধুকে গোপনে নিন্দা করিতেছে, শুনিওনা। অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের কোন কাগজ বা কেন ঠিকানা আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। আমার নিকট বিস্তর আসিয়াছে, আর না। এই টুকু বুঝ যে, যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেখানেই কায করিবার একটু সুবিধা পাইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়তা লইয়া কায কর। কায কর, কায কর; পরের হিতের জন্য কায করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক্ কোন পত্র লিখি নাই, কিন্তু অভিনন্দনপত্রের যে উত্তর পাঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র পাঠাই বলিয়া, অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্ব্বোধ হইতেই পার না। তথাপি আমি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সব সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকাচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। যেন আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া মরিতে না হয় যে, আমি নাম লইবার জন্য,

এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু দুর্নীতি, একবিন্দু বদ মতলবের দাগ পর্য্যন্ত যেন না থাকে।

গুপ্ত বদমায়েসি, লুকোনো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না। গুরুগিরিও চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক্ বা নাই থাক্, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার ত প্রেম আছে? ভগবান্ ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

গোড়া হইতে সাবধান, আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছু মাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কায করিয়া যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাযে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাযের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কায করিয়া যাও। ইংলণ্ড হইতে অক্ষয়ের একখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছিলাম। জানি না, কবে ভারতে যাইতে পারিব। এ স্থানে প্রচারেরও যেমন সুবিধা, সাহায্যপ্রাপ্তিরও সেইরূপ আশা আছে। ভারতে আমায় খুব জোর প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু কেহ এক পয়সা দিতে রাজি নয়। পাবেই বা কোথায়? নিজেরাই যে ভিক্ষুক! তার পর, ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া

লোকহিতকর কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি (Nation) সাধারণ (Public) প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে এই নূতন ভাব পাইতেছে। সুতরাং আমার তাহাদিগের উপর দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আশীর্ব্বাদ।

ইতি বিবেকানন্দ।

---

(১২)

(কলিকাতার জনৈক ব্যক্তিকে লিখিত ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো। ২রা, মে,'৯৫।

ভাই,

তোমার অনুকম্পাপূর্ণ সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাদের কার্য্য আদরপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। নাগ মহাশয় একজন মহাপুরুষ। এরূপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান্। এই জগতে মহাপুরুষের কৃপালাভই জীবের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য। তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ। "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমামতাঃ," তুমি যখন তাঁহার একজন শিষ্যকে তোমার জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাঁহাকেই পাইয়াছ জানিবে।

তুমি সংসার ত্যাগের কল্পনা করিতেছ। তোমার এই ইচ্ছায় আমার সহানুভূতি আছে। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা জগতে বড় কিছু নাই। কিন্তু তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রভু যাহাদিগের ভার তোমার উপর দিয়াছেন, তাহাদের কল্যাণোদ্দেশে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন করা বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বিশেষতঃ, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবনী প্রচার কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারবর্গেরও তত্ত্বাবধান করিও। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও, আর যাহা কিছু, তাঁহার ভার।

প্রেমে বাঙ্গাল বাঙ্গালী, আর্য্য ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি, নর নারী পর্য্যন্ত ভেদ নাই। প্রেম সব এক করিয়া দেয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু উহা অব্যর্থ। বাঙ্গালা দেশের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের যুবকদলের উপর সব নির্ভর করিতেছে। এই সকল যুবকদের—বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকদের মধ্যে কার্য্য কর। তাহাদিগকে জাগাও; এরূপ শত শত যুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একত্রিত হউক।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া। পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না আর এইরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কায হইতে পারে না। বরাহনগরের মঠ এই কেন্দ্র। অন্যান্য সকল স্থানের ভক্তগণের এই কেন্দ্রের সহিত একযোগে কার্য্য করা উচিত।

অহংভাব ও ঈর্ষ্যা তাড়াইয়া দাও—অপরের সহিত একযোগে এবং অপরের জন্য কায করিতে শিখ। আমাদের দেশে এইটীর বিশেষ অভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরন্তর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমার বিবেকানন্দ।

পুঃ—নাগ মহাশয়কে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবে।

বি—।

---

(১৩)

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিষ্যের প্রতি।)

দার্জ্জিলিং। ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৭।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

শুভমস্তু। আশীর্ব্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরং। অচলগুরোর্হিমনিমণ্ডিতশিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং, তন্ময়া অনুভূতং পূর্ব্বং। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগত একান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাং। তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসঃ। আগামিনী সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য্যং শ্রী১০৮রামকৃষ্ণং আবির্ভবিতুম্ তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্ত্বং আবিষ্কৃতমহাশৌর্য্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্ত্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যক্ যতিষ্যসি। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্ণ কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ।

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নং। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অহো তেষাং হৃদয়-ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদং। অগ্রগাঃ ভবত অগ্রগাঃ হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাং। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থিং সর্ব্বেষাং জগন্নিবাসি-নামিতি

ত্বদৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

শুভ হউক। আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ পত্রখানি তোমাকে সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে। আমার মনে হয়, পর্ব্বতরাজ হিমা-লয়ের হিমনির্মণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। রাস্তার শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভঙ্গীতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষুত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মুক্তি-লাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, যত দিন না সমুদয় কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। তৎপরে তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অনুরাগদার্ঢ্য

দ্বারাই জানা যাইতেছে, তোমার পরমকল্যাণসাধিকা সেই জীবন্মুক্তি অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাহাতে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহাশৌর্য্যশালী হইয়া মহামোহসাগর হইতে লোকদিগকেও উদ্ধার করিতে সম্যক্ যত্ন করিবে। চিরদিন তেজস্বী হও বীরদিগেরই মুক্তি করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে; হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে, ইহা নিশ্চিত হইলেও, তজ্জন্য সমধিক যত্ন কর। দেখ দেখ, জীবগণ মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে। আহা, তাহাদের হৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার কমাইতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ শুন, বেদান্তদুন্দুভি বলিতেছে, "ভয় নাই," "ভয় নাই"। সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিলজগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থিভেদে সক্ষম হউক।

তোমার পরমশুভাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।

---

(১৪)

(ভারতী সম্পাদিকার প্রতি।)

ওঁ তৎসৎ।

Rose Bank.
বর্দ্ধমান রাজবাটী, দার্জ্জিলিঙ্গ।
৬ই এপ্রেল, ১৮৯৭।

মান্যবরাষু—

মহাশয়ার প্রেরিত ভারতী পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ

করিতেছি, এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভাবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্ঘাতার উত্তেজক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা ত দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুষীনারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত ভারতী পত্রিকার মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এই—

পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যেরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চিরধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্ম্মতা (Practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর

হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এক দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক, কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানি বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটী কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটী কোটী কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধিনাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্য দেশে গমন অনিশ্চিত, যদি যাই, তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য—এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও

সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সংকুলান না হওয়ায় ৩০০৲ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি সং

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভু সন্নিধানে

ভবৎকল্যাণ-কামনাকারী

বিবেকানন্দ।

---

(১৫)

(ভারতী সম্পাদিকার প্রতি।)

Darjeeling.

C/o M. N. Banerjee Esq.

24th April, 1897.

মহাশয়াসু—

আপনার সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু নানা কারণ বশতঃ এ সম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্য আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করিনা। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে টাকা আমার নিকট চাওয়া হয়, অহা ইংলণ্ড হইতে আমার সমভিব্যাহারী

ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের নিমিত্তই অধিকাংশ খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথা প্রকাশ করিলে, যে অপযশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা, আমি উক্ত টাকা দিতে অপারক হওয়ায় আপনা আপনি মধ্যে উহা সারিয়া লইয়াছেন শুনিতেছি।

আপনি কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তদ্বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে, "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ"ই হওয়া উচিত, তবে আমার অতি প্রিয়বন্ধু মিঃ মূলরের প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া, অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত করিতেছি; আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলীন্য প্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় রাজাই নির্দ্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভর ত দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত এখনও অণুমাত্রও হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দো-

লন, পরে সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্য সাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না, এই জন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎকার্য্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্য্যহীন যে, কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকি থাকে না; এজন্যই বোধ হয়, আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করিনা। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক সম্প্রদায়—ধীর স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য্য;—"আধুনিক সভ্যতা"—পাশ্চাত্য দেশের—ও "প্রাচীন সভ্যতা"—ভারত মিসর রোমকাদি দেশের—মধ্যে সেই দিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। ১০ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজ-

সংস্কারক সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে প্রথিত ব্যক্তিরা "ভদ্রলোক" হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহি আনিয়াছিল? ইংরাজ কয়জন আছে? ৬টাকার জন্য নিজের পিতা, ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? ৭০০ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ৬কোটি মুসলমান, ১০০ বৎসর ক্রীশ্চান রাজত্বে ২০ লক্ষ ক্রীশ্চান—কেন এমন হয়? Originality একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জর্ম্মান্ শ্রমজীবী ইংরাজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দ-প্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে?

কেবল শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা। ইউরোপের বহুনগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম।—শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের ক্রমেই তিনি সংকুচিত হচ্চেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists আসিতেছে—ইংরাজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়॥ ছ মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদ্‌লে গেছে, তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে ভয় ভয় ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে, ঐ Irishmanকে

তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি এক বাক্যে বল্‌ছিল, "Pat, তোর আর আশা নাই, তুই জন্মিছিস্ গোলাম্, থাক্‌বি গোলাম"—আজন্ম শুনিতে শুনিতে Pat এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat hypnotize কর্লে যে,সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সংকুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—"Pat, তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব কর্তে পারে, বুকে সাহস বাঁধ",—Pat ঘাড় তুল্লে,দেখ্‌লে ঠিক কথাই ত,ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌লেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন,"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত&c."

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যা শিক্ষা হচ্চে, তাও একান্ত অনস্তিভাবপূর্ণ। (Negative)—স্কুল-বালক কিছুই শিখেনা, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল "শ্রদ্ধাহীনত্ব"। যে শ্রদ্ধা বেদ বেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে "শ্রদ্ধার" লোপ। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানঃ বিনশ্যতি"—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায় ?—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বল্লেই যে জটাজূট দণ্ড কমণ্ডলু ও গিরি-গুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি ? যে জ্ঞানে ভব-বন্ধন হতে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না ? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ এ সকল ত মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।"দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত,অদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত,এমন কি,বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে কোনও সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, "এই জীবাত্মাতেই" অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপী-

পিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে সেই "আত্মা" তফাৎ কেবল "প্রকাশের তারতম্যে" "বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" —পাতঞ্জল যোগসূত্র। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হউক বা না হউক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—অব্রাহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন কর্ত্তে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। কথা ত হলো সোজা, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ দয়াবান ত্যাগী পুরুষ আছেন, ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক অর্দ্ধেক ভাগকে যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্য্যটন করে ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্চেন, ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করান যেতে পারে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুইটি কেন্দ্র হইয়াছে, আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তার পর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্ম্মশালা খুলা যাবে, ঐ কর্ম্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুস্কিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্যও চাই, কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ, এই সমস্ত কার্য্যের জন্য যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে সাপে কামড়ায়, সে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে, ইহা আমার বস দৃঢ় বিশ্বাস

এবং তজ্জন্য আমাদের ধর্ম্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই। আধুনিক বিজ্ঞান খ্রীষ্টাদি ধর্ম্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে,তাহার উপর বিলাস ধর্ম্মবৃত্তিই নষ্ট করিয়া প্রায় ফেলিল। ইউরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে ভারতের দিকে তাকাইতেছে —এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর দুর্গ অধিকার করিবার। পাশ্চাত্য-দেশে নারীর রাজ্য,নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞ কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যায়, আমি নিশ্চিৎ বলিতেছি,এক এক বৎসর অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। এক রমাবাই অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরাজী ভাষা বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্পাদি বোধ অল্পই ছিল, তথাপিও তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান ত ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম্মপ্রচার করিলে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন। ইংলণ্ড ইংলণ্ড ইংলণ্ড আমরা ধর্ম্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, এ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভা সমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি করিতে পারি, আমি একা অসহায়। আপনাদের ধন-বল, বুদ্ধিবল, বিদ্যা-বল,আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়, আমেরিকা বিজয়,তাহাতেই দেশের কল্যাণ।

Expansion is the sign of life and we must spread the world over with our spiritual ideals. হায় হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিষ, তায় বাঙ্গালীর শরীর, এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল; কিন্তু আশা এই— "সম্পৎস্যতেহস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন, তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুল দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিতেন। জীবহত্যা পাপ তাহাতে আর সন্দেহও নাই, তবে যত দিন রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্যশরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, তত দিন মাংস ভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুষ্যকে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণের ক্রিয়া করিতে হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজা অশোক তরবারির দ্বারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু ১০০০ বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষা আরও ভয়ানক নহে? দু দশটা ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার স্ত্রী কন্যার মর্য্যাদা রাখিতে অক্ষমতা ও আমার বালক বালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পাপ? যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা বরং না খান, যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি করিতে পারে, জাপান

তাহার নিদর্শন। সর্ব্বশক্তিমতী বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণা হউন। ইতি—

বিবেকানন্দ।

(১৬)

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিষ্যের প্রতি।)

আলমোড়া ;

৩রা জুলাই ; ১৮৯৭।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যস্য বীর্য্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।

রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরং॥

"প্রভবতি ভগবান্ বিধি"রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয়-প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরিগুরোর্গরিষ্ঠং শিখরং।

যদুক্তং "তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি" উচ্যেত তদপি শতশঃ "তৎত্ব-মসি" তত্ত্বাবিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দ্দিশামি পদং প্রাচীনং —"কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্" ইতি। সমারূঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্ব্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবং। তদেবোক্তং,—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" "ন

ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ” ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং, তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং,অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্ব্বেশ্বরস্তু ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নার্হতি,সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ং। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে,পরন্তু সর্ব্বগঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেশ্বর এব লক্ষ্যীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবাপ্রেমরূপকর্ম্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ,—জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে,তৎ প্রেম। আত্মনো হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্‌যুক্তমেব যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্র ভগবতঃ সিদ্ধান্তঃ জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধির্বন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিককল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্ব্বস্মিন্।

সৈব সর্ব্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চাবশ্যম্ভাব্যত্রিতাপহরণকরী সর্ব্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তবিধ্বংসকরী আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্ম্মণে শর্ম্মন্।

ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি

ত্বয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ।

ঐ বঙ্গানুবাদ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে সকল শাস্ত্রকার কর্ম্মপটু নহেন, তাঁহারা বলেন, ভগবান্ বিধাতাই প্রবল, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়; আর যাঁহারা কর্ম্মকুশল, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে দুঃখ প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ন কর।

যদিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—বিপদে পড়িলেই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা হয়, দুঃখ কষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথরস্বরূপ, কিন্তু শাস্ত্রের যেখানে তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেখানে শত শত বার ইহাও কথিত হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্ম তুমিই। ইহাই বৈরাগ্যরোগের ঔষধ স্বরূপ। যাঁহার জীবনে বৈরাগ্যের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি ধন্য। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, "কিছু সময় অপেক্ষা কর।" দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্ব্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "যোগে সিদ্ধ হইলে কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।" আর এই যে কথিত হইয়াছে, "ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র

ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়," এখানে ত্যাগ শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে, হয় লক্ষ্যহীন, নয় উদ্দেশ্যযুক্ত। যদি বৈরাগ্য লক্ষ্যহীন হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তল্লাভে যত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য কোন উদ্দেশ্যযুক্ত হয়, তবে এই দাঁড়ায় যে, ত্যাগ অর্থে অন্যবস্তুসমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংলগ্ন করা। সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তি-বিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ। বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আত্মা রূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহা দয়া, প্রেম নহে, আর আত্ম-বুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয়, তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এই জন্যই ভগবান্ চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত; তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন; অতএব তাঁহার এই সিদ্ধান্ত, যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত দয়া শব্দও আমার বোধ হয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই, তৎপরিবর্ত্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি এবং আত্মানুভব করিয়া থাকি।

হে শর্ম্মন্ (ব্রাহ্মণ) সেই বৈরাগ্য রূপ প্রেমামৃতভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহা দ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহা দ্বারা এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই, সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।

---

(১৭)

(বড় জাগুলিয়া নিবাসিনী জনৈক শিষ্যার প্রতি।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

দেবঘর, বৈদ্যনাথ,

৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৮।

মা,

তোমার পত্রে কয়েকটী অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি মুনি দেবতা কাহারও সাধ্যে নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক

আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য সমাজ আপনা আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী অতি অহিতকর উপায়ও অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্ট পুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষ জাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায় অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটী অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক একটীর এক একটী পাত্র মিলাই কঠিন, এক এক জনের দুই তিনটী কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে, তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটী কুমারী পতি পাইবে না। যে সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা অধিক, তাহাদের পূর্ব্বোক্তবাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ বিষয়েও এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও।

পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটী প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটী পরিবর্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটী আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কায হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এই, সমাজ এই যে সকল নিয়ম করেন, অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হাঁ, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিবান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্বকামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ার ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা, সে প্রকার ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার অধিকার স্বাভাবিক এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জনের, সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায়, জ্ঞানার্জ্জনের এবং আপ-

নার অবস্থা উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি,—"ছোট লোকেরা লেখা পড়া শিখিলে আমাদের চাকুরি কে করিবে?"

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নারীনর অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত!!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরমপুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃক্‌গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তিবিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত

হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্বজন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটী বড়ই সুন্দর এবং ঐটীই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্ম্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ইচ্ছারও বিনাশ সুতরাং হইল, কারণ, বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নাম মাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটী ধর্ম্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত, সতের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে, পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল, তাহার নাশই শ্রেয়ঃ, কিন্তু মশা মারতে মানুষ মরার মত বৌদ্ধাদি মতে দুঃখনাশ করতে নিজেকেও নাশ করে ফেললুম।

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্নপরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্নপরিণামের ত্যাগ এবং ঐ উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐ রূপ মনবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্ব্বাণ যাহাই বল, মনবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়; যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়; যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এ জন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কাম ভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটীই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

গুরুমূর্ত্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্ট-মূর্ত্তি বসাইতে হয়। এস্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য। * * *

মনুষ্যে ঈশ্বর আরোপ বড়ই মুস্কিল, কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক, তোমার ভক্তিতে সেই ঈশ্বরত্ব উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

---

(১৮)

(ভারতী সম্পাদিকার প্রতি।)

বেলুড় মঠ।

১৬ই এপ্রেল, ১৮৯৯।

মহাশয়াষু—

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটী বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্য্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানি-বেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও ত দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু একজন আমাদের hobbyর জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন এই

পর্য্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টীয়ানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গীক্‌দার্শনিকের লাণ্ঠান হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্ব্বদা একটি বাউলে গান গাইতেন। সেইটি মনে পড়্‌ল।

"মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা
সে দুএক জনা
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।"

এইত গেল আমার তরফ থেকে। এর একটিও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন।

তার পর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়্‌লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার এইটুকু খুঁৎ আছে। বলি এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড় ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে?

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্ব্বত ভেসে যেন যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি ওরকম দেশহিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্ত্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক্ সিঁট্‌কান? কে জানে

কার কি মতি গতি। আমার যেন মনে হয় ও সব লোক গ্লাস-কেসের ভিতর ভাল, কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীত না মানে জাত্ কুজাত্
ভুখ্ না মানে বাসি ভাত্।

আমিত এই জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের ঝাঁটিটি গলায় আটকে যদি সব মারা যায় তা না হয় আঁটিটি ছাড়িয়ে দেওয়া যাক।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এ সকল কথা কহিবার জন্য রোগ শোক মৃত্যু সকলেই আমায় এ পর্য্যন্ত সময় দিয়াছেন, বিশ্বাস এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

কিমধিকমিতি।

বিবেকানন্দ।

---

(১৯)

দেওঘর, বৈদ্যনাথ।

c/o বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

২৩ ডিঃ, ১৯০০।

মা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি যা বুঝিয়াছ,

তাহা ঠিক। "স ঈশ অনির্ব্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ," সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, এই নারদোক্ত লক্ষণটী যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তি একত্রের নাম "সমষ্টি", এক একটীর নাম "ব্যষ্টি।" তুমি আমি "ব্যষ্টি", সমাজ "সমষ্টি।" তুমি আমি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটী "ব্যষ্টি", আর এই জগৎটী "সমষ্টি"—বেদান্তে ইহাকেই বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গরূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার নাম ইং সোসিয়ালিস্ম, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্‌ডিভিডুয়ালিস্ম।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজনপানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার; এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষায় একটী মহৎগুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটী এই যে, দুটী একটী কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অনায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে

পারে। তিনখানা মাটির টিপি ও থানকত কাষ্ঠ লইয়া এ দেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের একটাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটীর প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্ব্বসহিষ্ণু মমত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়। এই ত গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্ত গুলিই প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে মনুষ্যে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্রসুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনীশক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিষের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জলচ্ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে সমাগত রীতি নীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গোমহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ীর

ইঞ্জিন,—তাহারাও জড়; চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটী রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটী চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করতে চায় না; কীটটী নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বইপড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক্, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মত, উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারায় যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারত ভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু

আমাদের ভাষায় বলে, "ঘষে মেজে রূপ কি হয়?" "ধরে বেঁধে প্রীতি কি হয়?" চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়-হীনের ইন্দ্রিয় সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ আশাহীনের সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার, বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর। আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা, বাল্য বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁহাদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্ম্মের চেয়ে কি আর ধর্ম্ম আছে? কিন্তু সেটা বামুন ঠাকুরদের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা বাপ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি এদেশের, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্ম্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন এবং পুরুষানুক্রম শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচ্‌ছে আর এক হাতে দান করছে; তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটীকে ঘিরে রাখ্‌তে হয়, যত্ন করতে হয়। একটীকে

নিঃস্বার্থ ভাল বাস্‌তে শিখ্‌তে পার্‌লে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষকে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট্ ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাক্‌লে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? 'অন্ধকার না থাক্‌লে কি কখন আলোকের মানে হয়?

সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তার পর আপনা আপনি বড় আস্‌বে।

মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। "কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগ্‌লে তবে সে ফণা ধরে ইত্যাদি।" যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখ্‌তে পাব না,যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে,তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্য্যোগের মধ্য হতে অন্তর্নির্হিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষীরননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকসিত হয়েছেন? কাঁদ্‌তে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোক সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

তখন

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং॥

সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি) তখনই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

BENGAL LIBRARY
22 FEB 1905
WRITERS BUILDINGS

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

27
IMPERIAL LIBRARY